স্বীকৃতিপ্রাপ্ত বেসরকারি মাদ্রাসা শিক্ষকগণের চাকরির শর্ত বিধিমালা–১৯৭৯

[নং-১২৭৩০/পি-৯৯ (তারিখ- ঢাকা–২২শে ডিসেম্বর, ১৯৭৯) –মাদ্রাসা শিক্ষা অধ্যাদেশ-১৯৭৮ (১৯৭৮ সনের ৯নং অধ্যাদেশ)-এর ৩৮ ধারার ক্ষমতাবলে মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ড সরকারের পূর্ব অনুমোদনক্রমে নিম্নরূপ বিধিমালা জারি করছে–]

স্বীকৃতিপ্রাপ্ত বেসরকারি মাদ্রাসা শিক্ষকগণের চাকরির শর্ত বিধিমালা–১৯৭৯

১। **সংক্ষিপ্ত শিরোনাম** ।- এ বিধিমালা স্বীকৃতিপ্রাপ্ত বেসরকারি মাদ্রাসা শিক্ষকগণের চাকরির শর্ত বিধিমালা–১৯৭৯ নামে অভিহিত হবে।

২। **সংজ্ঞা** ।- বিষয় ও প্রসঙ্গের পরিপন্থী কোন কিছু না থাকলে এ বিধিতে-

(এ) "এফিলিয়েটেড" অর্থ– এ অধ্যাদেশে বর্ণিত এফিলিয়েটেড।

(বি) "আপীল ও সালিসি কমিটি" (appeal & arbitration committee) অর্থ– অধ্যাদেশের ১৮ ধারামতে গঠিত আপীল ও সালিসি কমিটি।

(সি) "নিয়োগকারী কর্তৃপক্ষ" অর্থ– সংশ্লিষ্ট মাদ্রাসার ম্যানেজিং কমিটি বা গভর্নিং বডি।

(ডি) "বোর্ড" অর্থ– বাংলাদেশ মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ড।

(ই) "গভর্নিং বডি" অর্থ– মাদ্রাসা বোর্ডের স্বীকৃতিপ্রাপ্ত বেসরকারি কামিল মাদ্রাসা বা ফাজিল মাদ্রাসার গর্ভনিং বডি।

(এফ) "মাদ্রাসা" অর্থ– স্বীকৃতিপ্রাপ্ত বেসরকারি মাদ্রসা।

(জি) "ম্যানেজিং কমিটি" অর্থ বেসরকারি দাখিল ও আলিম মাদ্রাসার ম্যানেজিং কমিটি।

(এইচ) "অধ্যাদেশ" অর্থ মাদ্রাসা শিক্ষা অধ্যাদেশ-১৯৭৮ (১৯৭৮ সনের ৯ নং অধ্যাদেশ)।

(আই) "বেতন" অর্থ– একজন শিক্ষকের মাসিক টাইম স্কেলে প্রাপ্য ও সরকারী অনুদানসহ সকল প্রাপ্যতাকে বুঝায়।

(জে) "স্বীকৃতিপ্রাপ্ত বিশ্ববিদ্যালয়" অর্থ– আইনানুগভাবে প্রতিষ্ঠিত ও সরকার কর্তৃক ঘোষিত বিশ্ববিদ্যালয়কে (এ বিধিমালার উদ্দেশ্যে) বুঝাবে।

(কে) "স্বীকৃতিপ্রাপ্ত মাদ্রাসা" অর্থ– আইনানুগতভাবে প্রতিষ্ঠিত ও সরকার কর্তৃক ঘোষিত মাদ্রাসাকে (এ বিধিমালার উদ্দেশ্যে) বুঝাবে।

(এল) "স্বীকৃতিপ্রাপ্ত বোর্ড" অর্থ– আইনানুগভাবে প্রতিষ্ঠিত ও সরকার কর্তৃক ঘোষিত বোর্ডকে (এ বিধিমালার উদ্দেশ্যে) বুঝাবে।

(এম) "বেতনের টাইম স্কেল" অর্থ– নির্দিষ্ট সময় মেয়াদে বেতন বৃদ্ধিকে বুঝাবে, যা নিম্ন থেকে উচ্চ পর্যায়ে উন্নীত হয় (উচ্চতর বেতন স্কেল)।

(এন) "শিক্ষক" অর্থ– বোর্ডের আওতাধীন কোন মাদ্রাসার স্থায়ী বা অস্থায়ী কোন শিক্ষক।

৩। **শিক্ষকের শ্রেণীবিভাগ**।- (১) প্রতি মাদ্রাসায় একজন অধ্যক্ষ বা তত্ত্বাবধায়ক থাকবেন এবং বোর্ডের সাথে বা বোর্ড কর্তৃক ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্তৃপক্ষের সাথে পরামর্শ করে নিয়োগকারী কর্তৃপক্ষ বিভিন্ন ক্যাটাগরিতে শিক্ষক নিয়োগ প্রদান করবেন।

(২) গভর্নিং বডি বা ম্যানেজিং কমিটি বোর্ডের অনুমোদন ক্রমে খণ্ডকালীন শিক্ষক নিয়োগ করতে পারেন। কিন্তু প্রধান শিক্ষক বা সহকারী প্রধান শিক্ষককে এরূপ চুক্তিতে নিয়োগ প্রদান করা যাবে না।

(৩) একজন শিক্ষক একটি মাদ্রাসায় বা যে কোন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে চাকরিরত অবস্থায় অন্য কোন মাদ্রাসায় নতুন নিয়োগ পেলে উক্ত নিয়োগ স্থলে যোগদানের পূর্বে তাকে পূর্ববর্তী মাদ্রাসা বা শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান থেকে ক্লিয়ারেন্স সার্টিফিকেট সংগ্রহ করে উপস্থাপন করতে হবে।

৪। **শিক্ষকের যোগ্যতা**।–বিভিন্ন ক্যাটাগরিতে শিক্ষক নিয়োগের ন্যূনতম যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতা এ বিধির পরিশিষ্টের সিডিউল মোতাবেক হবে।

৫। **বেতন স্কেল**।– (১) প্রত্যেক মাদ্রাসা বিভিন্ন শ্রেণীর শিক্ষকগণের জন্য বোর্ড অথবা তৎকর্তৃক ক্ষমতাপ্রাপ্ত অফিসারের অনুমোদনে টাইম স্কেল অব পে চালু করবে।

(২) উপ–ধারা ১ এর অধীনে টাইম স্কেল বোর্ড কর্তৃক সময়ে সময়ে জারিকৃত সিদ্ধান্তের আলোকে পরিবর্তিত হবে।

৬। **প্রবেশন**।– (১) সকল শিক্ষক নিয়োগ পরবর্তী দু'বছরের জন্য 'প্রশিক্ষনার্থী শিক্ষক' (প্রবেশনার) হিসেবে থাকবেন। প্রবেশন কালের সন্তোষজনক চাকুরি সমাপ্তিতে প্রবেশনার চাকুরিতে কনফার্মড (স্থায়ী) হবেন।

(২) প্রবেশনার প্রবেশকালে চাকুরিতে সন্তোষজনক অগ্রগতি প্রদর্শন করতে না পারলে নিয়োগকারী কর্তৃপক্ষ তাকে বরখাস্ত করতে পারেন না এক বছরের জন্য তার প্রবেশনকাল বর্ধিত করতে পারেন।

৭। **শিক্ষকের উচ্চতর প্রারম্ভিক বেতন**।– অন্য কোন মাদ্রাসা থেকে চাকুরিতে ইস্তফা দেবার পর বিশেষ যোগ্যতা সম্পন্ন শিক্ষক যদি কোন মাদ্রাসায় যোগদান করেন তবে নিয়োগকারী কর্তৃপক্ষ তাকে তার উচ্চরত ব্যতিক্রমী যোগ্যতার জন্য উচ্চতর প্রারম্ভিক বেতন অনুমোদন করতে পারেন।

৮। শিক্ষকের দায়িত্ব ও কর্তব্য।– নিম্নলিখিত বিষয়ে একজন শিক্ষক দায়িত্ব পালন করবেন–

(এ) কারিক্যুলাম, সিলেবাস ও ক্লাস রুটিন মোতাবেক ছাত্রদেরকে লেসন-নোট, গ্রুপ ডিসকাসন, ডিমোনেস্ট্রেশনের মাধ্যমে পড়ানো।

(বি) ছাত্রদের তত্ত্বাবধানের নিমিত্তে তাদের সঙ্গে ব্যক্তিগতভাবে যোগাযোগ রক্ষা করা।

(সি) পরীক্ষা পরিচালনায় স্কুল কর্তৃপক্ষকে সহায়তা করা, ল্যাবরেটরি সংগঠনে এবং অন্যান্য কারিক্যুলা ও কো-কারিক্যুলার কার্যক্রমে সাহায্য করা।

(ডি) ছাত্র/ছাত্রীদের এক্সট্রা-কারিক্যুলাম কার্যক্রম তত্ত্বাবধান করা।

(ই) মাদ্রাসার স্বার্থে গভর্নিং বডি বা ম্যানেজিং কমিটি বা অধ্যক্ষ/তত্ত্বাবধায়ক কর্তৃক অর্পিত অন্যান্য কার্যাদি পালন করা।

৯। **ব্যক্তিগত টিউশন নিষিদ্ধ, ইত্যাদি**।– কোন পূর্ণকালীন শিক্ষক মাদ্রাসার স্বাভাবিক কাজের বাইরে নিয়োগকারী কর্তৃপক্ষের পূর্ব অনুমোদন ব্যতিরেকে কোন ব্যক্তিগত টিউশন বা অন্য কোন নিয়োগ লাভ বা অন্য কোথাও ভাতাসহ বা ভাতা ব্যতীত নিজেকে নিয়োজিত করতে পারবেন না।

১০। **পদত্যাগ**।– (১) বিশেষক্ষেত্রে গভর্নিং বডি বা ম্যানেজিং কমিটি কর্তৃক ভিন্নভাবে সিদ্ধান্ত না হলে–

(এ) একজন স্থায়ীভাবে নিয়োগকৃত শিক্ষক -

(i) শিক্ষাবর্ষের প্রথম অর্ধবছরের কোন সময়ে পদত্যাগ করতে চাইলে সে ক্ষেত্রে পদত্যাগের ইচ্ছার নোটিশ একমাস পূর্বে কর্তৃপক্ষের নিকট লিখিতভাবে পেশ করবেন। আর

(ii) শিক্ষাবর্ষের শেষ অর্ধবছরে পদত্যাগ করতে চাইলে তিনমাস পূর্বে লিখিত নোটিশ প্রদান করতে হবে।

(বি) প্রশিক্ষণার্থী শিক্ষক (প্রবেশনার) পদত্যাগের এক মাস পূর্বে লিখিত নোটিশ প্রদান করবেন।

(২) উপ-বিধি এক-এ বর্ণিত বিধান লঙ্ঘিত হলে অবহিতকরণের সময় ইস্তফা দানের নির্ধারিত সময় হতে যত দিন কম হবে তত দিনের বেতন বাজেয়াপ্ত করা যাবে অথবা শৃঙ্খলামূলক (গভর্নিং বডি বা ম্যানেজিং কমিটি যেভাবে উপযুক্ত মনে করবে সে ব্যবস্থা গ্রহণ করবে) ব্যবস্থা নেওয়া যেতে পারে।।

১১। **শাস্তি**।- কোন শিক্ষক যদি এ বিধির কোন বিধান লঙ্ঘন করেন অথবা যদি অদক্ষতা, দূর্নীতি, কর্তব্যে অবহেলার জন্য দোষী সাব্যস্ত হন, অথবা মাদ্রাসার স্বার্থের হানীকর কোন কাজ করেন অথবা পেশাগত অসদাচরণের দায়ে দোষী সাব্যস্ত হন তবে তাকে নিম্নের যে কোন এক বা একাধিক শাস্তি দেয়া যেতে পারে

(এ) তিরস্কার;

(বি) নির্দিষ্ট সময়ের জন্য ইনক্রিমেন্ট স্থগিত রাখা;

(সি) কর্তব্যে অবহেলার দরুন মাদ্রাসার কোন আর্থিক ক্ষতি হয়ে থাকলে তা সম্পূর্ণ বা কিয়দংশ বেতন থেকে আদায় করা;

(ডি) চাকুরি হতে অপসারণ;

(ই) চাকুরি হতে বরখাস্ত;

ব্যাখ্যা - পেশাগত অসদাচরণ বলতে বুঝাবে –

(এ) শ্রেণী কক্ষে উপস্থিতির (ক্লাস গ্রহণের) ক্ষেত্রে ও অন্যান্য দায়িত্বে সময়ানুবর্তিতার অভাব;

(বি) বিনা অনুমতিতে কর্তব্য কাজে অনুপস্থিতি

(সি) ছুটিতে গিয়ে অননুমোদিতভাবে (পূর্ব অনুমোদন ব্যতিরেকে) ছুটির মেয়াদ বর্ধিতকরণ।

(ডি) রাজনৈতিক বা ব্যক্তিগত সুবিধা লাভের উদ্দেশ্যে এমন কোন কাজ করা যাতে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে শিক্ষকের বা ছাত্রের এক অংশকে অন্য অংশের বিরুদ্ধে উত্তেজিত করতে প্রভাবিত করে।

(ই) শিক্ষক বা ছাত্রের মধ্যে বিশৃঙ্খলা বা নৈতিক অবক্ষয় সৃষ্টি করে এমন কোন কাজে লিপ্ত হওয়া।

(এফ) একাকি বা সম্মিলিতভাবে গভর্নিং বডি/ম্যানেজিং কমিটি বা অধ্যক্ষ/তত্ত্বাবধায়ক এর আইন সঙ্গত নির্দেশ অমান্য করা।

(জি) মাদ্রাসার সম্পত্তির বেআইনী ব্যবহার; এবং

(এইচ) এরূপ কার্য করা যা বোর্ড কর্তৃক মাদ্রাসার স্বার্থের পক্ষে ক্ষতিকর বলে বিবেচিত।

১২। **শাস্তি প্রয়োগের ক্ষমতা**।– বিধি-১১ অনুযায়ী, শাস্তি প্রদানের ক্ষমতা নিয়োগদানের ক্ষমতা সম্পন্ন কর্তৃপক্ষের উপর ন্যস্ত থাকবে। তবে আপীল ও সালিসি কমিটি কৃর্তক শাস্তির প্রস্তাব পরীক্ষা ও বোর্ড কর্তৃক অনুমোদন ব্যতিরেকে কোন শিক্ষকের উপর বরখাস্ত বা অপসারণ এর শাস্তি আরোপ করা যাবে না।

১৩। **সাময়িক বরখাস্ত**।– (১) কোন শিক্ষকের বিরুদ্ধে তদন্ত চলাকালে নিয়োগকারী কর্তৃপক্ষ তাকে সাময়িক বরখাস্ত করতে পারেন।

(২) সাময়িক বরখাস্তকালীন একজন শিক্ষক বেতনের অর্ধেক খোরাকি ভাতা হিসেবে পাবেন। সাময়িক বরখাস্তকারী কর্তৃপক্ষের বিনা অনুমতিতে সাময়িক বরখাস্তকালীন সাময়িক বরখাস্তকৃত শিক্ষক তার কর্মস্থল ত্যাগ করতে পারবেন না।

১৪। **কার্যক্রম গ্রহণের পদ্ধতি**।– (১) বিধি- ১১ তে বর্ণিত কোন অপরাধে কোন শিক্ষকের বিরুদ্ধে কার্যক্রম গ্রহণের পদক্ষেপ নেওয়া হলে, তাকে সাত দিনের মধ্যে লিখিত ব্যাখ্যা দানের জন্য নোটিশ দিতে হবে যে, আনীত অভিযোগে কেন তাকে নোটিশে বর্ণিত শাস্তি বা শাস্তিসমূহ দেওয়া হবে না, এবং তিনি ব্যক্তিগতভাবে শুনানি দিতে চান কিনা তাও উল্লেখ থাকবে।

(২) অভিযুক্তের জবাব পাবার পর এবং ব্যক্তিগত শুনানির আগ্রহ আছে, তা জানার পর কর্তৃপক্ষ একজন সভাপতিসহ তিন সদস্যের একটি তদন্ত কমিটি গঠন করবেন।

তবে শর্ত থাকে যে, শিক্ষকদের মধ্যে থেকে একজন সদস্য কমিটিতে অন্তর্ভুক্ত থাকবেন।

১৫। **চাকুরি হতে অব্যাহতি**।– কোন শিক্ষক স্বাস্থ্যগত কারণে শিক্ষকতা কার্যে অপরাগ হলে, অথবা আর্থিক কারণে গভর্নিং বডি অথবা ম্যানেজিং কমিটি কোন শিক্ষকের পদ বিলুপ্ত করলে সংশ্লিষ্ট শিক্ষককে চাকুরি হতে অব্যাহতি দেওয়া যেতে পারে।

তবে শর্ত থাকে যে, কোন শিক্ষককে স্বাস্থ্যগত কারণে চাকুরি হতে অব্যাহতি দেওয়া যাবে না, যদি না এ উদ্দেশ্যে ম্যানেজিং কমিটি কর্তৃক গঠিত মেডিক্যাল বোর্ড এ রূপ সুপারিশ করে।

১৬। **ছুটি**।– কোন শিক্ষক কোন মাদ্রাসায় এক নাগাড়ে দু'বছর চাকুরি না করলে নৈমিত্তিক ছুটি ছাড়া কোন ছুটি প্রাপ্য হবে না।

তবে শর্ত থাকে যে, এ দু'বছর সময়ে চিকিৎসাগত কারণে কোন শিক্ষক অনধিক ১৫দিনের ছুটি নিতে পারবেন।

১৭। **নৈমিত্তিক ছুটি**।– বেসরকারি মাদ্রাসার শিক্ষকগণ সরকারি মাদ্রাসার শিক্ষকের মত (বছরে ২০ দিন) নৈমিত্তিক ছুটি পাবেন।

১৮। **অর্জিত ছুটি**।– এ বিধির বিধান সাপেক্ষে, স্বীকৃতি প্রাপ্ত বেসরকারি মাদ্রাসার শিক্ষকগণও সরকারি মাদ্রাসার শিক্ষকগণের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য অর্জিত ছুটি বিধির ন্যায় অর্জিত ছুটি প্রাপ্য হবেন। (এ বিষয়ে অর্জিত ছুটি ও অবকাশ বিভাগের ছুটি দ্রষ্টব্য)

১৯। **চিকিৎসা ছুটি**।– (১) বিধি-১৬ এর বিধান সাপেক্ষে একজন শিক্ষক প্রতি পূর্ণবছর চাকুরির জন্য ১০ দিনের চিকিৎসা ছুটি পেতে পারেন।

(২) রেজিস্টার্ড চিকিৎসক কর্তৃক প্রদত্ত মেডিকেল সার্টিফিকেট দাখিল সাপেক্ষে একসঙ্গে সাত দিনের চিকিৎসা ছুটি মঞ্জুর করা যেতে পারে।

(৩) কোন শিক্ষকের ছুটি জমা থাকা শর্তে মেডিকেল সার্টিফিকেট দাখিলের ভিত্তিতে এক মাস পূর্ণ বেতনে এবং তিন মাস অর্ধ বেতনে চিকিৎসা ছুটি মঞ্জুর করা যেতে পারে। ব্যতিক্রমধর্মী ক্ষেত্রে, শিক্ষকের সুস্থ না হওয়া পর্যন্ত বিনা বেতনে গভর্নিং বডি অথবা ম্যানেজিং কমিটি চিকিৎসা ছুটি মঞ্জুর করতে পারে।

২০। **মাতৃত্ব ছুটি**।– একজন মহিলা শিক্ষিক এক সঙ্গে দু'মাস পূর্ণ বেতনে মাতৃত্ব ছুটি পেতে পারেন। এবং মাদ্রাসায় সারা চাকুরি জীবনে চার মাস (দু'বারের মাতৃত্বজনিত ছুটি) এর অধিক মাতৃত্ব ছুটি পাবেন না।

২১। **অসাধারণ ছুটি**।– কোন শিক্ষককে বিনা বেতনে এক সঙ্গে দু'বছরের অসাধারণ ছুটি মঞ্জুর করা যেতে পারে। অসাধারণ ছুটির সময়কাল চাকরি গণনার ক্ষেত্রে কিংবা জ্যেষ্ঠতার ক্ষেত্রে হিসেব করা হবে না।

২২। **কর্তব্যকালীন ছুটি**।– কোন শিক্ষকের কর্তব্যকালীন ছুটি নিম্নরূপ ক্ষেত্রে মঞ্জুর করা যেতে পারে;

(এ) গভর্নিং বডি অথবা ম্যানেজিং কমিটি বা বোর্ড অথবা অন্য কোন আইনানুগ কর্তৃপক্ষ কর্তৃক অনুমোদিত পরীক্ষা পরিচালনা ও সভায় অংশগ্রহণের কারণে।

(বি) সমনের প্রেক্ষিতে জুরি হিসেবে অথবা সরকারি সাক্ষী হিসেবে কোন কোর্টে হাজির হতে হলে,

(সি) বিনা ভাতায় সরকারি প্রতিষ্ঠান বা সরকারি সংস্থা বা যে কোন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এ কোন কমিটির সদস্য হিসেবে উপস্থিতির ক্ষেত্রে।

(ডি) মাদ্রাসার, বোর্ডের বা সরকারের প্রতিনিধি হিসেবে কোন সংস্থায়, সম্মেলনে বা এসোসিয়েশনে যোগদানের জন্যে;

(ই) শিক্ষা বিভাগ বা কোন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের আহ্বানে লেকচার প্রদানের জন্য গেলে।

২৩। **শিক্ষা ছুটি**।– (১) কোন শিক্ষক একাধারে কোন মাদ্রাসায় পাঁচ বছর চাকরি করলে এবং প্রস্তাবিত শিক্ষা যদি গভর্নিং বডি অথবা ম্যানেজিং কমিটির নিকট শিক্ষকের পেশাগত দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য প্রয়োজনীয় মনে হয় তা হলে শিক্ষা ছুটি মঞ্জুর করতে পারে;

তবে শর্ত থাকে যে,

(এ) সারা চাকুরি জীবনে তিন বছরের বেশি এ ছুটি প্রাপ্য হবেন না।

(বি) প্রথম বছর পূর্ণ বেতনে, দ্বিতীয় বছর অর্ধ বেতনে যদি আর্থিক সঙ্গতি অনুকূলে হয়, ও তৃতীয় বছরে বিনা বেতনে এ ছুটি প্রাপ্য হবেন।

(সি) সংশ্লিষ্ট শিক্ষক লিখিত অঙ্গিকারনামা দিবেন যে, তার শিক্ষা সমাপ্তির পর কমপক্ষে মাদ্রাসায় পাঁচ বছর চাকুরি করবেন, নতুবা গৃহিত অর্থ ফেরৎ দেবেন।

২৪। **ছুটি অধিকার নয়** – বিধি ১৬ থেকে ২৩ এ যাই কিছু থাক না কেন, কোন ছুটি অধিকার হিসেবে দাবি করা যাবে না।

২৫। **অংশিদারি ভবিষ্য তহবিল** (Contributory Provident Fund) – মাদ্রাসার প্রত্যেক কনফার্মড (স্থায়ী) শিক্ষককে অংশিদারি ভবিষ্য তহবিলের সুবিধা দিতে হবে। প্রতি শিক্ষক (কনফার্মড) বেতনের প্রতি টাকার জন্য ০.১০ টাকা হারে ভবিষ্য তহবিলে চাঁদা প্রদান করবেন এবং মাদ্রাসা কর্তৃপক্ষ ও সমান হারে (অর্থাৎ প্রতি টাকায় ১০ পয়সা হিসেবে) ভবিষ্য তহবিলে অর্থ জমা দিবেন।

২৬। **অবসর গ্রহণের বয়স**।– বার্ধক্য জনিত অবসর গ্রহণের বয়স ষাট বছর হবে। তবে নিয়োগ দানকারী কর্তৃপক্ষের অনুমোদনক্রমে যে বছর ষাট বছরে পদার্পণ করেছে সে বছরের শেষ পর্যন্ত মাদ্রাসায় চাকুরি চালিয়ে যেতে পারবেন।

২৭। বর্ধিতকরণ (Extension)।– (১) বিশেষ কোন অবস্থায় প্রেক্ষিতে কোন শিক্ষকের আবেদনের ভিত্তিতে তার চাকুরির মেয়াদ বাড়ানো যেতে পারে।

(২) উপ-ধারা (১) এর অধীনে মাদ্রাসার অধ্যক্ষ বা তত্ত্বাবধায়ক এর বোলায় দু'তৃতীয়াংশ সংখ্যাগরিষ্ঠ মতামতে ম্যানেজিং কমিটি/গভর্নিং বডির সুপারিশের ভিত্তিতে বোর্ড উক্ত এক্সটেনশন অনুমোদন করবে ও অন্যান্য শিক্ষকের ক্ষেত্রে ম্যানেজিং কমিটি/গভর্নিং বডির সুপারিশের ভিত্তিতে মাদ্রাসা বোর্ডের চেয়ারম্যান উক্ত এক্সটেনশন অনুমোদন করবে।

(৩) নিম্নের শর্ত সাপেক্ষে চাকুরি বর্ধিতকরণের আবেদন মঞ্জুর করা যেতে পারে;

(এ) ৬৫ বছরের পরে কারো চাকুরি বর্ধিতকরণ করা যাবে না।

(বি) এক সঙ্গে দু'বছরের বেশি সময়ের জন্য এরূপ নিয়োগ দেওয়া যাবে না।

(সি) একজন রেজিস্টার্ড চিকিৎসক প্রদত্ত মানসিক ও শারীরিক অসুস্থতার সনদপত্র ম্যানেজিং কমিটি অথবা গভর্নিং বর্ডি কর্তৃক অনুমোদন ব্যতিরেকে বর্ধিতকরণের ভিত্তিতে নিয়োগ প্রদান করা যাবে না।

২৮। **গ্রাচ্যুইটি**।– (১) শিক্ষকদের সুবিধার্থে প্রত্যেক মাদ্রাসায় শিক্ষকের জন্য গ্রাচ্যুইটির থাকবে।

(২) কোন শিক্ষক অপসারিত, বরখাস্ত বা চাকুরিচ্যুত না হলে, অসময়ে মৃত্যু, দুর্ঘটনাজনিত অক্ষমতা অথবা দীর্ঘস্থায়ী পীড়াজনিত কারণে অক্ষমতা অথবা আর্থিক অসঙ্গতির কারণে পদবিলুপ্তির জন্যে চাকুরি হতে অব্যাহতির কারণে নিম্ন শর্তে গ্রাচ্যুইটি পাবেন;

(এ) যদি মোট চাকরি কাল পাঁচ বছর বা পাঁচ বছরের অধিক হয়, কিন্তু দশ বছরের নিচে হয় তাহলে -১ম বছরের চাকুরির জন্য ৩ মাসের বেতন এবং পরবর্তী প্রতি পূর্ণ দু'বছর চাকুরির জন্য ১ মাসের বেতন।

(বি) যদি মোট চাকরি কাল দশ বছর বা ততোধিক হয় কিন্তু বিশ বছরের নিচে হয়, তবে ১ম দশ বছরের জন্য ৫ মাসের বেতন এবং পরবর্তী প্রতি পূর্ণ তিন বছরের জন্য ১ মাসের বেতন।

(সি) যদি তার মোট চাকুরি বিশ বছরের অধিক হয় তাহলে ১ম বিশ বছরের চাকুরির জন্য ৮ মাসের বেতন এবং পরবর্তী প্রতি তিন বছর পূর্ণ চাকুরির জন্য ১ মাসের বেতন।

(৩) বার্ধ্যকজনিত অবসর গ্রহণের বেলায় প্রতি তিন বছর পূর্ণ চাকুরির জন্য ১ মাসের বেতনের সমপরিমাণ অর্থ গ্রাচ্যুইটি হিসেবে প্রাপ্য হবেন।

২৯। **যৌথ বীমা (Group Insurance)**।– বোর্ড কর্তৃক বিভিন্ন সময়ে এতদ্‌সংক্রান্ত জারিকৃত বিধান অনুসারে প্রত্যেক মাদ্রাসা শিক্ষকদের জন্য গ্রুপ ইনসিউরেন্স চালু করবে।